কেভিনের গ্রেফতার ও ইন্টারনেটে অনুপ্রবেশের মড়ক

ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পলাতক মার্কিন কমপিউটার প্রোগ্রামার কেভিন ডি. মিটনিক গ্রেফতার হয়েছে। কুখ্যাত এই কমপিউটার হ্যাকার যথেচ্ছ কমপিউটিং ও টেলিফোন নেটওয়ার্কসমূহে অনুপ্রবেশ করে তথ্য ও সেবা চুরি করে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল সারা যুক্তরাষ্ট্রে। এফবিআই তদন্তকারীরা বলেছে যে কেভিনের এই একক একটানা উচ্চ প্রযুক্তির অপকর্মের অধ্যায়ের যবনিকা ঘটলো।

সারা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বড় ধরনের প্রযুক্তিগত মেধাবিশিষ্ট যে হাজার হাজার বিভ্রান্ত সৃষ্টিকারী প্রোগ্রামার রয়েছে কেভিন তাদের একজন মাত্র। সরকারী ও ব্যাক্তিগত কমপিউটার নেটওয়ার্কসমূহের মাঝে অবৈধভাবে প্রবেশ করে যে ক্ষতি তারা করে চলেছে তার তুলনামূলক শাস্তি নগন্য।

উত্তর ক্যারোলিনা রাজ্যে কেভিনের কারাবন্ধী হওয়ার পরেও প্রায় ৩০ টির মত অবৈধ প্রবেশ ঘটেছে ইন্টারনেটে। এগুলো এত বড় ধরনের যে সেটি জানানো হয়েছে সরকারী অর্থে পরিচালিত নিরাপত্তা সংস্থা কমপিউটার ইমারজেন্সী রেসপন্স টিমকে। টিমটি এসব ঘটনার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি কারণ তারা আশঙ্কা করছে যে এতে করে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী সংস্থাসমূহের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা আরো ক্ষতি হতে পারে।

'কমপিউটার নিরাপত্তা লঙ্ঘনের মড়ক শুরু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে। বিশেষজ্ঞরা আগাম সতর্কবাণী দিয়েছেন যে প্রতি বছর যে লক্ষ লক্ষ নতুন মানুষ আকর্ষণ করে চলেছে ইন্টারনেট তারা যদি তাদের নিজেদেরকে এবং তাদের কমপিউটারকে অনাহুত প্রবেশকারীদের থেকে রক্ষার জন্য বড় ধরনের ব্যবস্থা না নেয় তবে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

কিছু কিছু অবৈধ প্রবেশের ক্ষেত্রে সত্যিই উচ্চতর কমপিউটিং নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। অনেক হ্যাকার আজকাল স্বয়ংক্রীয় সফটওয়্যার পর্যন্ত ব্যবহার করছে। তবে এটা এমন একটা পরস্পর সংযুক্ত সাম্রাজ্য যে একটা একক গুপ্ত সংকেত বা পাসওয়ার্ডের সাধারণ চুরির মাধ্যমে ভঙ্গ করার এমন এক দরজায় পা রাখার সুযোগ পায় যেখান থেকে এক সুপ্রশস্ত করিডোর তার সামনে উন্মুক্ত হয়ে পরে।

স্যানফ্রান্সিসকোর আইনবিদ কেন্ট জয়াকার যিনি কেভিনকে গ্রেফতারের মূল উদ্যোক্তা বলেন, 'যেহেতু অধিক হারে মার্কিন প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রবেশ করছে ইন্টারনেটে সেহেতু কমপিউটার অপরাধের মাত্রা বাড়ছে।'

অতি সম্প্রতি ইন্টারনেট অনুপ্রবেশের যে সব সারা জাগানো ঘটনা প্রবাহ ঘটে সে গুলোকে ধরলে এখনো কয়েক সহস্র অনুপ্রবেশের ঘটনার সমাধান করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে রয়েছে উৎসাহী নবাগত ইন্টারনেট ব্যবহারকারী জেনারেল ইলেক্ট্রিক কোম্পানীর মূল সিস্টেমে, আরো প্রায় এক ডজন কোম্পানীর সিস্টেমে এবং গত বছর মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের স্পর্শকাতর কিন্তু শ্রেণীবহির্ভূত কমপিউটার সিস্টেমে প্রায় কয়েকশ' অনুপ্রবেশের ঘটনা। উচ্চ পর্যায়ের কোম্পানী ও সরকারী কমপিউটারে অপরাধ ছাড়াও আমেরিকা অনলাইন, কমপিউসার্ভ এবং প্রোডিজীর মত বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কের লক্ষ লক্ষ বাসাবাড়ী ও বাড়ীর অফিসে তস্করা নির্বিচারে প্রবেশ করে তাদের বিকৃত বা অবদমিত প্রযুক্তি মেধার স্বেচ্ছাচার চরিতার্থ করছে অপ্রতিহতভাবে।

গত বছর মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এক যৌথ প্রতিবেদনে একদল কমপিউটার নিরাপত্তা বিশেজ্ঞ বলেন 'এক ক্রমবর্ধমান হুমকির ভয়াবহতা বুঝতে অক্ষম হলে আমাদের সিস্টেমের ওপর আক্রমণকে বরণ করে নিতে হবে।' এই প্রতিবেদনে বলা হয় 'কমপিউটার তথ্য সিস্টেমের ওপর আক্রমণ ক্রমান্বয়ে তীব্রতর হচ্ছে কেবল মাত্র গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভান্ডারে প্রবেশের জন্যই নয়, অধিকন্তু এগুলোকে চুরি করা, পরিভ্রষ্ট করা এবং ধ্বংস করার জন্য।'

মার্কিন কমপিউটার ইমার্জেন্সী রেসপন্স টিমের মুখপাত্র টেরী ম্যাগিলেন বলেন কমপিউটারে অনুপ্রবেশ-নতুন কিছু নয়, কিন্তু তথ্য চোরের সংখ্যা বৃদ্ধিটাই হচ্ছে আশঙ্কের ব্যাপার। এসব তথ্য চোররা ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধতর হচ্ছে ব্যাপক বিস্তৃত কৌশলের অস্ত্রাগারে, পরিমার্জিত ব্যক্তি নৈপুণ্যে এবং স্বয়ংক্রীয় সফটওয়্যার যন্ত্রপাতিতে। এসব তৈরি করে সুচতুর প্রোগ্রামাররা। এগুলোর সাহায্যে একজন অতি সাধারণ কমপিউটার ব্যবহারকারীও অভিষ্ট কমপিউটার সিষ্টেমে অনুপ্রবেশ করতে পারে একজন বিশেষজ্ঞ হ্যাকারের নৈপুণ্যে।

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর প্রাক্তন কর্মকর্তা রবার্ট ডি.স্টিল, যিনি বর্তমানে ভার্জিনিয়া রাজ্যের ওয়াকটনে একজন কমপিউটার নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন বলেন, ' একজন নির্বোধ এবং তস্কর হ্যাকারের শক্তিতে বলীয়ান হতে পারে এসব কৃষ্ণ সফটওয়্যারের প্রয়োগে। এর অশুভ পরিণতিটি হচ্ছে হ্যাকারের কৌশলাদি ছড়িয়ে পড়ছে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে, যাদের মধ্যে নেই হ্যাকারদের নীতিজ্ঞান, এবং সেটাই আতঙ্কজনক। গত বছর শিকাগোর এক হোটেলের বিছানা থেকে এফবিআই এজেন্টরা রবার্ট ডি. স্টিলকে টেনে তোলে এই ভেবে যে তিনি হয়তো কেভিন মিটনিক। পরে তা ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়। স্টিল বলেন যে, কমপিউটিং বিশ্বে হ্যাকার নীতিমালার ভিত্তিটি হচ্ছে নিখাদ বুদ্ধিদীপ্তির চ্যালেঞ্জের মাধ্যম একটা সুরক্ষিত কমপিউটার সিস্টেমের ত্রুটিকে উন্মোচনের আত্মসন্তুষ্টি- যার পেছনে কোন ক্ষতিকর কোন অভিপ্রায় নেই।

স্টিলের মতে হ্যাকারা হলেন জাতীয় সম্পদ বিশেষ। এক শ্রেণীর কুলীন প্রোগ্রামারদের রক্ষণশীল কার্যধারায় নিরাপত্তার দিকটি তথ্য স্থাপত্যের এবং এটির মৌলিক নকশায় স্থান পায়নি। হ্যাকাররা তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে এই উপেক্ষিত নিরাপত্তার দিকটি উন্মোচিত করে দেখিয়ে থাকে। এটা একটা সেবা।

আজম মাহমুদ

'নট্রামস'

(২৭ নং পৃষ্ঠার পর)

অবস্থার অবসানে নট্রামসের প্রশিক্ষণ কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এখানে যতটুকু না তত্ত্বীয় তারচেয়ে বেশী ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। ফলে একজন শিক্ষার্থী স্বল্প সময় হওয়া সত্ত্বেও বেশ অনেকটা শিখতে পারেন। আর একথা তো সবাই জানি কমপিউটারে শেষ বলে কিছু নেই, প্রতিনিয়তই নতুনের আগমনে সমৃদ্ধ হচ্ছে কমপিউটারের ভুবন; তাই শুরুটাই মূখ্য। সেই শুরুটাই শুরু করিয়ে দিচ্ছে নট্রামস।

শুরুতেই বলেছি নট্রামস শুধুমাত্র একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানই নয়। তার চেয়েও বেশী কিছু। মাত্র ৩ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত নট্রামসকে বলা যায় একটি পূনাঙ্গ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান । যে কারণে প্রতিদিনই অনেক দর্শনার্থীর আগমন ঘটে নট্রামসে। কানাডা, বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ভারতসহ বহু দেশের দর্শনার্থী এখানে এসেছেন।

এটির অবস্থান ঢাকাতে নয়। ঢাকা হতে বেশ অনেকটা দূরে উত্তর বঙ্গের বগুড়াতে এটি অবস্থিত। বগুড়ার মূল শহর সাতমাথা হতে ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে এশিয়া মহাসড়কের কোল ঘেষে সগৌরবে এটি দাঁড়িয়ে।

সরকারের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছিল নট্রামস। আর তাতেই গড়ে উঠেছে একাডেমির প্রশাসনিক ভবন, ১৫০ লোক বসার উপযোগী ক্যাফে কর্ণার, ২৫০ লোক বসার উপযোগী অত্যাধুনিক কনফারেন্স হল, ২৫০ জনের ছাত্রাবাস, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভিআইপি হোস্টেল, কমপিউটার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের পাশাপাশি একই সময়ে এই ক্যাম্পাসেই দপ্তর বিজ্ঞান পড়ে ১৬০০ ছাত্র-ছাত্রী। এদের সুশৃঙ্খল বিদ্যাভ্যাস না দেখলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। ক্যাম্পাসেই রয়েছে মেডিকেল ইউনিট, ধোপাখানা আর নাপিতঘর। সবগুলিই কনসেশন রেটে সেবা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে প্রশিক্ষণার্থীরা। আছে একটি মিনি চিড়িয়াখানা আর হেন মৌসুমী ফুল নেই যার গাছে ওখানে নেই।

৪র্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বরাদ্দকৃত ৫ কোটি টাকার এক কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে কমপিউটার ক্রয়ের জন্য। একাডেমীর পরিচালক আক্ষেপ করে বললেন, এতগুলো কমপিউটার অথচ এর জন্য কোন রক্ষনাবেক্ষণ বাজেট বরাদ্দ নেই। প্রতি বছরে মোট যে ৭৫ লাখ টাকা পাওয়া যায় তার ৫৬ লাখ টাকা ব্যয় হয় বেতন বাবদ আর বাকী ১৯ লাখ টাকা ব্যয় হয় বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও অন্যান্য খাতে। পরিচালক জানালেন, রক্ষনাবেক্ষনের কারিগরি দক্ষতা তাদের আছে, প্রয়োজন লজিস্টিক সাপোর্টের জন্য বরাদ্দ।

নট্রামসের ভবিষ্যত পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে কমপিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণকে আরো বাস্তবমুখী ও কার্যকরী করে গড়ে তোলা।

আমরা নট্রামসের ভবিষ্যত পরিকল্পনার সাফল্য কামনা করি। পাশাপাশি এও চাই এমন সাজানো সুন্দর ও আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক আরো অনেক যার মাধ্যমে এদেশে প্রয়োজনীয় কারিগরী জনশক্তি গড়ে উঠবে কার্যকরভাবে। তবেই দূর হবে বেকারত্ব। গড়ে উঠবে সুখী সুন্দর বাংলাদেশ। ☆